মিটফোর্ডে ব্যবসায়ী সোহাগ হত্যা: আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আতঙ্কে পরিবার

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর মিটফোর্ডে ভাঙারি ব্যবসায়ী সোহাগ হত্যার দুই মাস পেরোলেও মূল আসামিসহ কয়েকজন এখনও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবার। কেরানীগঞ্জে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, প্রভাবশালী আসামিদের গ্রেপ্তার না হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন তারা।

ঢাকার মিটফোর্ড এলাকায় আলোচিত সোহাগ হত্যাকাণ্ডের দুই মাস পার হলেও মূল আসামি ও হত্যার নির্দেশদাতা টিটুসহ কয়েকজন এখনও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমন অভিযোগ তুলেছে নিহতের পরিবার। তাদের দাবি, মামলার অগ্রগতি ধীরগতির এবং প্রভাবশালী আসামিদের গ্রেপ্তারে গড়িমসি করা হচ্ছে, ফলে তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।

রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে কেরানীগঞ্জ মডেল টাউনে নিজ বাসায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সোহাগের পরিবার জানায়, সম্প্রতি টিটু প্রকাশ্যে মিটফোর্ড এলাকার একটি দোকানের তালা ভেঙে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে যায়। এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ৯ জুলাই সন্ধ্যায় মিটফোর্ড হাসপাতালের ৩ নম্বর গেটসংলগ্ন রজনী ঘোষ লেনে ভাঙারি ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগকে একদল লোক এলোপাতাড়ি পাথর ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে। পরদিন নিহতের বড় বোন মঞ্জুয়ারা বেগম বাদী হয়ে কোতয়ালী থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন, যেখানে আরও ১৫–২০ জন অজ্ঞাতনামা আসামি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে আরেকটি অস্ত্র মামলা দায়ের করে।

পুলিশ এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করলেও মূল আসামিসহ কয়েকজন পলাতক। পরিবারের দাবি, এদের দ্রুত গ্রেপ্তার না করা হলে মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।